

শেষ লেখা

বিস্ময়কর

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

TI

55

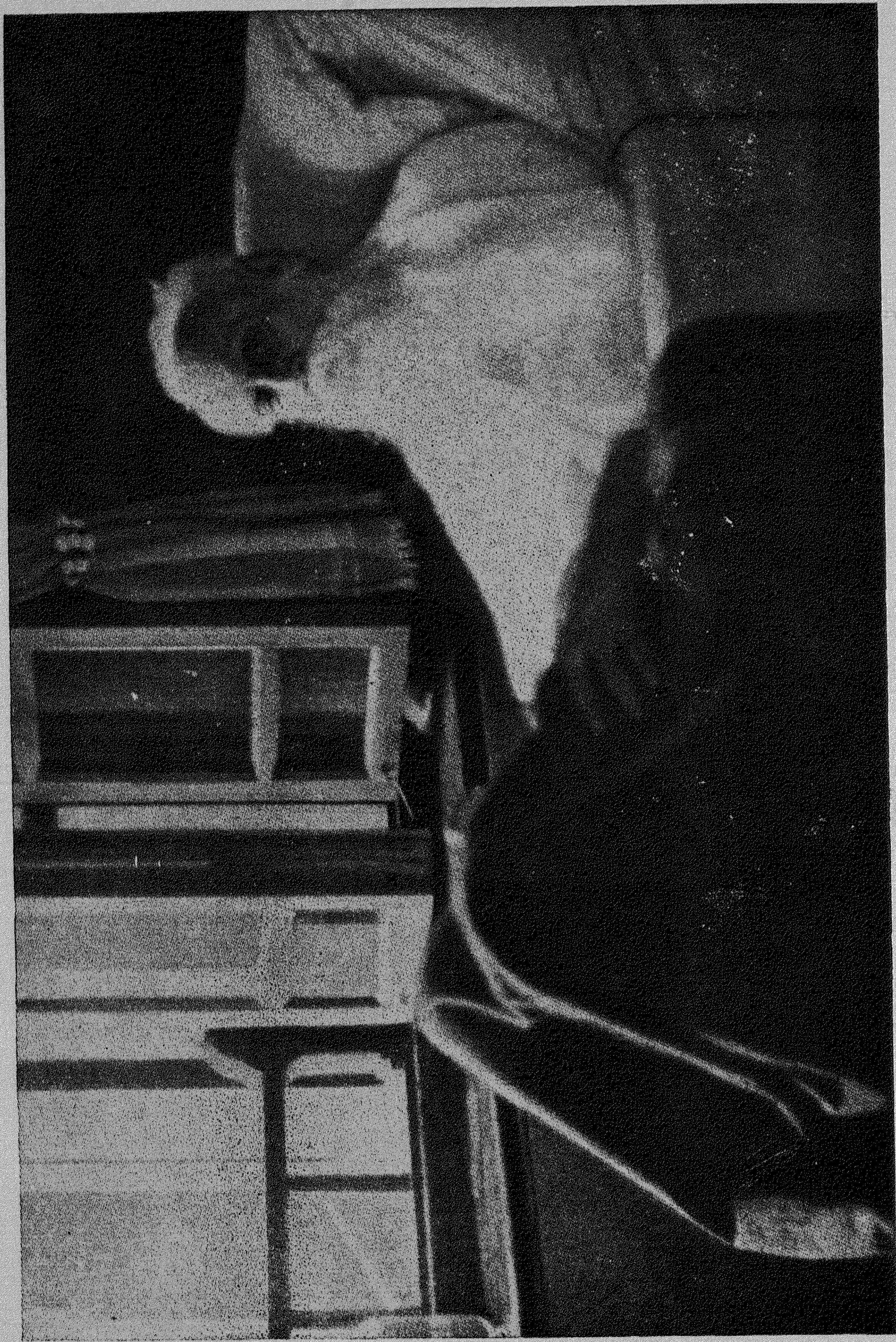
294383

শে ষ লে খা

শেষ লেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা



প্রকাশ ভাদ্র ১৩৪৮
পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৪৯, কার্তিক ১৩৫০, ফাল্গুন ১৩৫১
ভাদ্র ১৩৫৫, বৈশাখ ১৩৬৩, ফাল্গুন ১৩৬৭
ফাল্গুন ১৩৭২, শ্রাবণ ১৩৮২
বৈশাখ ১৩৯৩ : ১৯০৮ শক

© বিশ্বভারতী

প্রকাশক শ্রীজগদীন্দ্র ভৌমিক
বিশ্বভারতী । ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলিকাতা ১৭
মুদ্রক শ্রীজয়ন্ত বাকুচি
পি. এম. বাকুচি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন । কলিকাতা ৬

বিজ্ঞপ্তি

এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদেব করিয়া যাইতে পারেন নাই ।

‘শেষ লেখা’র কয়েকটি কবিতা তাঁহার স্বহস্তলিখিত ; অনেকগুলি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচিত, নিকটে যাহারা থাকিতেন তাঁহারা সেগুলি লিখিয়া লইতেন, পরে তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া মুদ্রণের অনুমতি দিতেন ।

‘সমুখে শান্তিপারাবার’ গানটি ‘ডাকঘর’ নাটিকার অভিনয়ের জন্ত লিখিত হইয়াছিল । এই অভিনয়ের সংকল্প কার্যে পরিণত হয় নাই ; গানটি তাঁহার দেহান্তের পর গীত হয়, পূজনীয় পিতৃদেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । তদনুসারে ইহা তাঁহার পরলোকযাত্রার পর (২২শে আষাঢ় ১৩৪৮) সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন-মন্দিরে ও ৩২শে আষাঢ় আন্ধবাসরে শান্তিনিকেতনে গীত হয় ।

ভ্রমক্রমে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ‘সমুখে শান্তিপারাবার’ গানটির ষষ্ঠ পঙ্ক্তিতে ‘জ্যোতি ধ্রুবতারকার’ স্থলে ‘জ্যোতির ধ্রুবতারকা’ পাঠ এবং ‘হৃৎকের আধার রাত্রি বারে বারে’ কবিতাটির চতুর্থ পঙ্ক্তিতে ‘কষ্টের বিকৃত ভান’ স্থলে ‘কষ্টের বিকৃত ভাল’ পাঠ ছাপা হইয়াছে । প্রথম ভ্রমটি শ্রীনলিনীকান্ত সরকার সর্বপ্রথম অনুমান করেন ও এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ।

‘বিবাহের পঞ্চম বরষে’ কবিতাটি শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর বিবাহের পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে রচিত ।

‘তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে’ কবিতাটি শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে রচিত ।

‘দুঃখের আধার রাত্রি বারে বারে’ কবিতাটি পিতৃদেব মুখে মুখে বলিয়াছিলেন এবং পরে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন ।

‘তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি’ কবিতাটিও এইরূপ মুখে মুখে রচিত, কিন্তু এটি সংশোধন করিবার অবসর ও সুযোগ তাঁহার হয় নাই ।

ভাদ্র ১৩৪৮

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

	পত্রাঙ্ক
১ সমুখে শান্তিপারাবার	৯
২ রাহুর মতন মৃত্যু	১০
৩ ওরে পাখি	১২
৪ রৌদ্রতাপ কাঁকা করে	১৪
৫ আরো একবার যদি পারি	১৫
৬ ওই মহামানব আসে	১৭
৭ জীবন পবিত্র জানি	১৮
৮ বিবাহের পঞ্চম বরষে	২০
৯ বাণীর মুরতি গড়ি	২২
১০ আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা	২৫
১১ রূপ-নারানের কূলে	২৬
১২ তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে	২৭
১৩ প্রথম দিনের সূর্য	২৮
১৪ দুঃখের আধার রাত্রি বারে বারে	২৯
১৫ তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি	৩০

সমুখে শান্তিপারাবার,
 ভাসাও তরণী হে কর্ণধার ।
 ভুমি হবে চিরসাথি,
 লও লও হে ক্রোড় পাতি,
 অসীমের পথে জ্বলিবে
 জ্যোতি ধ্রুবতারকার ।

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
 হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার ।

হয় যেন মর্তের বন্ধন ক্ষয়,
 বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
 পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
 মহা-অজানার ।

পুনশ্চ । শান্তিনিকেতন

৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯

বেলা একটা

২

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি ।
প্রেমের অসীম মূল্য
সম্পূর্ণ বঞ্চনা করি লবে
হেন দম্ব্য নাই গুপ্ত
নিখিলের গুহা-গহ্বরেতে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি ।
সব-চেয়ে সত্য ক'রে পেয়েছিছু যারে
সব-চেয়ে মিথ্যা ছিল তারি মাঝে ছদ্মবেশ ধরি,
অস্তিত্বের এ কলঙ্ক কভু
সহিত না বিশ্বের বিধান
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি ।
সব-কিছু চলিয়াছে নিরন্তর পরিবর্তবেগে,
সেই তো কালের ধর্ম ।

মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তন,
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি ।
বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে ব'লে
সেই তার আমি
অস্তিত্বের সাক্ষী সেই,
পরম আমার সত্যে সত্য তার
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি ।

৭ মে ১৯৪০

৩

ওরে পাখি,
থেকে থেকে ভুলিস কেন সুর,
যাস নে কেন ডাকি—
বাণীহারা প্রভাত হয় যে রুখা
জানিস নে তুই কি তা ।

অরুণ আলোর প্রথম পরশ
গাছে গাছে লাগে,
কাঁপনে তার তোরই যে সুর
পাতায় পাতায় জাগে—
তুই যে ভোরের আলোর মিতা
জানিস নে তুই কি তা ।

জাগরণের লক্ষ্মী যে ওই
আমার শিয়রেতে
আছে আঁচল পেতে,
জানিস নে তুই কি তা ।
গানের দানে উহারে তুই
করিস নে বঞ্চিতা !

দুঃখরাতের স্বপনতলে
প্রভাতী তোর কী যে বলে
নবীন প্রাণের গীতা,
জানিস নে তুই কি তা।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

বিকাল

৪

রৌদ্রতাপ ঝাঁঝ করে
জনহীন বেলা দুপহরে ।
শূন্য চৌকির পানে চাহি,
সেথায় সান্দ্রনালেশ নাহি ।
বুক ভরা তার
হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার ।
শূন্যতার বাণী ওঠে করুণায় ভরা,
মর্ম তার নাহি যায় ধরা ।
কুকুর মনিবহারা যেমন করুণ চোখে চায়—
অবুঝ মনের ব্যথা করে হায়-হায়—
কী হল যে, কেন হল কিছু নাহি বোঝে,
দিনরাত ব্যর্থ চোখে চারি দিকে খোঁজে ।
চৌকির ভাষা যেন আরো বেশি করুণ কাতর,
শূন্যতার মুক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর ।

উদয়ন । শাস্তিনিকেতন

২৬ মার্চ ১৯৪১

বিকাল

৫

আরো একবার যদি পারি
খুঁজে দেব সে আসনখানি
যার কোলে রয়েছে বিছানো
বিদেশের আদরের বাণী ।

অতীতের পালানো স্বপন
আবার করিবে সেথা ভিড়,
অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে
আরবার রচি দিবে নীড় ।

সুখস্মৃতি ডেকে ডেকে এনে
জাগরণ করিবে মধুর,
যে বাঁশি নীরব হয়ে গেছে
ফিরায়ে আনিবে তার সুর ।

বাতায়নে রবে বাহু মেলি
বসন্তের সৌরভের পথে,
মহানিশব্দের পদধ্বনি
শোনা যাবে নিশীথজগতে ।

শেষ লেখা

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ ।

ভাষা যার জানা ছিল নাকো,
আঁখি যার কয়েছিল কথা,
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকলুগ তাহারি বারতা ।

উদয়ন । শাস্তিনিকেতন

৬ এপ্রিল ১৯৪১

দুপুর

৬

ওই মহামানব আসে ;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত ধূলির ঘাসে ঘাসে ।
স্বরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন ।
আজি অমরাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন ।
উদয়শিখরে জাগে মাতৈঃ মাতৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে ।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দি উঠিল মহাকাশে ।

উদয়ন । শান্তিনিকেতন

১ বৈশাখ ১৩৪৮

৭

জীবন পবিত্র জানি,
অভাব্য স্বরূপ তার
অজ্ঞেয় রহস্য-উৎস হতে
পেয়েছে প্রকাশ
কোন্ অলঙ্কিত পথ দিয়ে
সন্ধান মেলে না তার ।
প্রত্যহ নূতন নির্মলতা
দিল তারে সূর্যোদয়
লক্ষ ক্রোশ হতে
স্বর্ণঘটে পূর্ণ করি আলোকের অভিষেকধারা,
সে জীবন বাণী দিল দিবসরাত্রিরে,
রচিল অরণ্যফুলে অদৃশ্যের পূজা-আয়োজন,
আরতির দীপ দিল জ্বালি
নিঃশব্দ প্রহরে ।
চিত্ত তারে নিবেদিল
জন্মের প্রথম ভালোবাসা ।

প্রত্যহের সব ভালোবাসা
তারি আদি সোনার কাঠিতে
উঠেছে জাগিয়া,
প্রিয়ারে বেসেছি ভালো
বেসেছি ফুলের মঞ্জুরিকে ;
করেছে সে অন্তরতম
পরশ করেছে যারে ।

জন্মের প্রথম গ্রন্থে নিয়ে আসে অলিখিত পাতা,
দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে,
আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে,
দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি,
নিজেরে চিনিতে পারে .

রূপকার নিজের স্বাক্ষরে,
তার পরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে—
কিছু বা যায় না মোছা স্রবর্ণের লিপি,
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা ।

উদয়ন । শান্তিনিকেতন

২৫ এপ্রিল ১৯৪১

বিবাহের পঞ্চম বরষে
যৌবনের নিবিড় পরশে
গোপন রহস্যভরে
পরিণত রসপুঞ্জ অন্তরে অন্তরে
পুষ্পের মঞ্জরি হতে ফলের স্তবকে
বৃন্ত হতে ত্বকে
স্বর্ণবিভায় ব্যাপ্ত করে ।✓
সংরত সুমন্দ গন্ধ অতিথিরে ডেকে আনে ঘরে
সংযত শোভায়
পথিকের নয়ন লোভায় ।
পাঁচ বৎসরের ফুল বসন্তের মাধবীমঞ্জরি
মিলনের স্বর্ণপাত্রে সুধা দিল ভরি ;
মধু সঞ্চয়ের পর
মধুপেরে করিল মুখর ।
শান্ত আনন্দের আমন্ত্রণে
আসন পাতিয়া দিল রবাহুত অনাহুত জনে ।

বিবাহের প্রথম বৎসরে
দিকে দিগন্তরে
শাহানায় বেজেছিল বাঁশি,
উঠেছিল কল্লোলিত হাসি,
আজ স্মিতহাস্য ফুটে প্রভাতের মুখে
নিঃশব্দ কৌতুকে ।
বাঁশি বাজে কানাড়ায় স্ফুটন্তীর তানে
সপ্তর্ষির ধ্যানের আস্থানে !
পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বিকশিত স্মৃতিস্বপ্নখানি
সংসারের মাঝখানে পূর্ণতার স্বর্গ দিল আনি ।
বসন্তপঞ্চম রাগ আরম্ভেতে উঠেছিল বাজি,
সুরে সুরে তালে তালে পূর্ণ হয়ে উঠিয়াছে আজি,
পুষ্পিত অরণ্যতলে প্রতি পদক্ষেপে
মঞ্জীরে বসন্তরাগ উঠিতেছে কেঁপে ।

উদয়ন । শান্তিনিকেতন

২৫ এপ্রিল ১৯৪১

সকাল

বাণীর মুরতি গড়ি
একমনে
নির্জন প্রান্তরে
পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার
যায় ছড়াছড়ি,
অসমাপ্ত মুক
শূন্যে চেয়ে থাকে
নিরুৎসুক ।
গর্বিত মূর্তির পদানত
মাথা করে থাকে নিচু,
কেন আছে উত্তর না দিতে পারে কিছু
বহুগুণে শোচনীয় হয় তার চেয়ে
এক কালে যাহা রূপ পেয়ে
কালে কালে অর্থহীনতায়
ক্রমশ মিলায় ।
নিমন্ত্রণ ছিল কোথা শুধাইলে তারে
উত্তর কিছু না দিতে পারে—

কোন্ স্বপ্ন বাঁধিবারে
বহিয়া ধূলির ঋণ
দেখা দিল
মানবের দ্বারে ।
বিস্মৃত স্বর্গের কোন্
উর্বশীর ছবি
ধরণীর চিত্রপটে
বাঁধিতে চাহিয়াছিল
কবি,
তোমারে বাহনরূপে
ডেকেছিল,
চিত্রশালে যত্নে রেখেছিল,
কখন সে অন্তমনে গেছে ভুলি
আদিম আত্মীয় তব ধূলি,
অসীম বৈরাগ্যে তার দিক্‌বিহীন পথে
ভুলি নিল বাণীহীন রথে ।
এই ভালো,
বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে
আজ পঙ্গু আবর্জনা
নিয়ত গঞ্জনা

শেষ লেখা

কালের চরণক্ষেপে পদে পদে
বাধা দিতে জানে,
পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে
শান্তি পায় শেষে
আবার ধূলিতে যবে মেশে ।

উদয়ন । শান্তিনিকেতন

৩ মে ১৯৪১

সকাল

১০

আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা,
 আমি চাহি বন্ধুজন যারা
 তাহাদের হাতের পরশে
 মর্তের অন্তিম প্রীতিরসে
 নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,
 নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ ।
 শূন্য ঝুলি আজিকে আমার ;
 দিয়েছি উজাড় করি
 যাহা কিছু আছিল দিবার,
 প্রতিদানে যদি কিছু পাই—
 কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা—
 তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
 পারের খেয়ায় যাব যবে
 ভাষাহীন শেষের উৎসবে ।

উদয়ন । শান্তিনিকেতন

৬ মে ১৯৪১

সকাল

১১

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয় ।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেই ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা ।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে

উদয়ন । শান্তিনিকেতন

১৩ মে ১৯৪১

রাত্রি ৩।১৫ মিনিট ।

তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে
 বিচিত্র সজ্জিত আজি এই
 প্রভাতের উদয়-প্রাক্ষণ ।
 নবীনের দানসত্র কুসুমের পল্লবে
 অজস্র প্রচুর ।
 প্রকৃতি পরীক্ষা করি দেখে
 ক্ষণে ক্ষণে আপন ভাণ্ডার,
 তোমারে সম্মুখে রাখি পেল সে সুযোগ ।
 দাতা আর গ্রহীতার যে সংগম লাগি
 বিধাতার নিত্যই আগ্রহ
 আজি তা সার্থক হল,
 বিশ্বকবি তাহারি বিশ্বয়ে
 তোমারে করেন আশীর্বাদ—
 তাঁর কবিত্বের ভূমি সাক্ষীরূপে দিয়েছ দর্শন
 রুষ্টিধৌত শ্রাবণের
 নির্মল আকাশে ।

উদয়ন । শান্তিনিকেতন

১৩ জুলাই ১৯৪১

সকাল

১৩

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে,
কে তুমি—
মেলে নি উত্তর ।

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তরু সন্ধ্যায়,
কে তুমি—
পেল না উত্তর ।

জোড়াসাঁকো । কলিকাতা

২৭ জুলাই ১৯৪১

সকাল

১৪

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
 এসেছে আমার দ্বারে ;
 একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছি
 কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত—
 অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার ।

যত বার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
 তত বার হয়েছে অনর্থ পরাজয় ।
 এই হার-জিত-খেলা— জীবনের মিথ্যা এ কুহক—
 শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা—
 দুঃখের পরিহাসে ভরা ।
 ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
 মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে ।

জোড়াসাঁকো । কলিকাতা

২২ জুলাই ১৯৪১

বিকাল

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা-জালে,
হে ছলনাময়ী ।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে ।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি ।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল ।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব ।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত ।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে ।

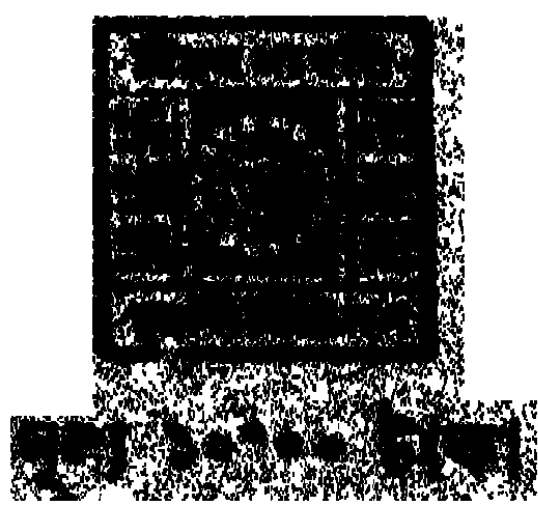
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিত,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাঙারে ।

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার ।

জোড়াসাঁকো । কলিকাতা

৩০ জুলাই ১৯৪১

সকাল সাড়ে-নয়টা



Barcode : 4990010208854
Title - Shesh Lekha
Author - Tagore, Rabindranath
Language - bengali
Pages - 44
Publication Year - 1941
Barcode EAN.UCC-13

